দৈনিক বাংলা

53

তারিখ ..21 MAR 1990

পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

ঢাকা ভার্সিটি ভিসি'র পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ভিসি আবদুল মান্নান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

আগামী জুন মাসে প্রফেসর মান্নানের ভিসি পদে চার বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা।

জানা গেছেঃ প্রফেসর আবদুল মান্নান মঙ্গলবার হল প্রভোস্টদের সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে তাঁর পদত্যাগ করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। প্রফেসর মান্নান বৈঠকে বলেন, "আমি আর ভাইস-চ্যান্সেলর থাকছি না। পদ-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি ভিসি'র পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

(প্রথম পৃঃ পর)

ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ-কালের মধ্যে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করব।"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হল প্রভোস্ট এ রিপোর্টারকে জানান যে, প্রভোস্টদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভিসি থাকার জন্যে অনুরোধ করেন। অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রফেসর মান্নান প্রভোস্টদের বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ভাইস-চ্যান্সেলরই তাঁদের মেয়াদ পুরো করে যেতে পারেননি। জানাগেছে, প্রফেসর মান্নান গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন। গতকাল রাতে কয়েকবার চেষ্টা করেও টেলিফোনে প্রফেসর মান্নানকে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, প্রফেসর আবদুল মান্নান ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিযুক্ত হন। প্রফেসর শামসুল হক ভিসি পদ থেকে পদত্যাগ করার সময় তিনি ছিলেন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর। পরে প্রফেসর মান্নান কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও জোট প্রফেসর মান্নানের বিরুদ্ধে প্রশাসন পরিচালনায় ব্যর্থতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর পদত্যাগ দাবী করে আসছিল। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সর্ব প্রথম তাঁর পদত্যাগ দাবী করে। পরবর্তীতে ৯ ছাত্র সংগঠন এবং সম্প্রতি ডাকসু ভাইস-চ্যান্সেলরের পদত্যাগ দাবী করে। ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত ডাকসুর সভার প্রস্তাবে প্রস্তাবে বলা হয়ঃ সন্ত্রাস দমনে নৈতিক ও শিক্ষক সুলভ প্রভাব সৃষ্টির সকল যোগ্যতা ভিসি হারিয়ে ফেলেছেন। ভিসি ও তাঁর সহযোগীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন বলেও,ডাকসু অভিযোগ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ডাকসুর উক্ত সভার প্রতিবাদ জানান হয়।

ডাকসুর ভিপি-জিএস সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জবাবে সংবাদপত্রে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দেন।